Bangladeshinovels.com

দক্ষিণ এশীয় ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক

সুব্রত কুমার দাস

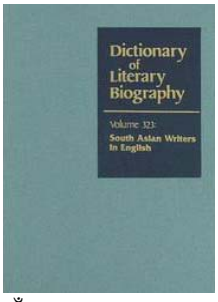

South Asian Writers in English
Fakrul Alam
Thomson Gale USA, 2006
$219.50

ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চার ব্যাপারটি বাংলাদেশে ভীষণভাবে উপেক্ষিত। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা না-করে শুধু দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষাপটে দেখলেও বাংলাদেশকে হয়তো গ্রাহ্য করাই সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করে থাকেন তাঁদেরও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মূলক রাজ আনন্দ, আর কে নারায়ণ বা রাজা রাওরা মাতৃভাষার বাইরে গিয়ে দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চার যে-ধারণাটির সূত্রপাত করেছিলেন, তা আজ শতাব্দী অতিক্রমণের পূর্বেই বিশ্বসাহিত্যে একটি মহীরূহ হিসেবে প্রাহ্য এবং বিশেষ মনোযোগের যে, সে-মহীরূহের অগ্রগণ্য পুরুষটি যেমন বাংলা ভাষার প্রধান সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তেমনি সে-ধারার সাম্প্রতিককালের সেবকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাংলাদেশের মানুষ কায়সার হক এবং আরো উল্লেখ্য, দক্ষিণ-এশীয় ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিকদের নিয়ে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এ-গ্রন্থটির লেখক ও সম্পাদক হলেন বাংলাদেশেরই আরেক অধ্যাপক ফকরুল আলম।

থম্পসন গেল থেকে *Dictionary of Literary Biography* সিরিজের গ্রন্থপ্রকাশ শুরু হয়েছে ১৯৭৮ সালে, যদিও প্রথমদিকে পরিকল্পনাটি একই রকম ছিল না। *The American Renaissance of New England* দিয়ে এর যাত্রা শুরু। *South Asian writers in English*-এর ক্রমসংখ্যা তিনশো তেইশ।

Modern British Dramatists 1900-1945, British Novelists Since 1960, Victorian Novelists Before 1885, American Colonial Writers, American Historians 1607-1865, Victorian Poets After 1850, Afro-American Poets Since 1955, German Fiction Writers 1914-1945, Canadian Writers Since 1960, French Novelists 1900-1930, Russian Literature in the Age of Pushkin and Gogol: Prose, ancient Roman Writers, Australian Literature 1788-1914, Modern Spanish American Poets ইত্যাদি শিরোনাম বিশ্বসাহিত্যে আগ্রহী যে-কোনো পাঠককেই উদ্দীপিত করবে। আর বাংলাদেশের লেখক-সম্পাদক ফকরুল আলম দক্ষিণ-এশীয় ইংরেজি সাহিত্যিকদের ওপর কাজটি করায় গর্ববোধ করতে পারেন যে-কোনো বাংলাদেশীই।

South Asian Writers in English গ্রন্থে মোট আটচল্লিশটি ভুক্তি আছে। এঁদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশেই থাকেন, আদিব খান অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী আর মনিকা আলী থাকেন ইংল্যান্ডে। আর ভুক্তির লেখক হিসেবে ফকরুল আলম ছাড়াও আছেন কবি কায়সার হক, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, নিয়াজ জামান এবং আলী আরিফুর রহমান। যদিও রেবেকা হক নিজেও বাংলাদেশী। ফকরুল আলম লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর কে নারায়ণ এবং নীরোদ সি চৌধুরীকে নিয়ে। কায়সার হকের রচনা নিজিম এজেকিয়েল, ডোম মোরেস এবং মনিকা আলী। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন কায়সার হককে নিয়ে। নিয়াজ জামানের আলোচ্য বাপসি সিদ্ধা। খুশবন্ত সিংকে নিয়ে প্রতিপাদ্য দিয়েছেন আলী আরিফুর রহমান। আর আদিব খান এসেছেন রেবেকা সুলতানার কলমে। অর্থাৎ আটচল্লিশটি ভুক্তির মধ্যে দশটি এসেছে বাংলাদেশের লেখকদের হাত দিয়ে।

দক্ষিণ এশিয়ার ইংরেজি লেখকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৯১৩ সালে যাঁর *গীতাঞ্জলী* যেমন বাংলা ভাষার সাহিত্যের জন্যে বয়ে এনেছিল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তেমনি তা ছিল দক্ষিণ এশীয় ইংরেজি ভাষার সাহিত্যের এক শক্তিশালী উন্মোচন।

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ইংরেজি ভাষার লেখক হিসেবে দেশসীমার বাইরে পরিচিত, তেমনটি না ঘটায় গ্রন্থকার ফকরুল আলম মাইকেল মধূসূদন দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে এই দুই মহান লেখকের ইংরেজি রচনা সম্পর্কে ফকরুল আলম যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তার পরিচয় ঘটেছে ভূমিকাতে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই তিনি আলোচনা করেছেন মাইকেলের কবিতা আর বঙ্কিমের *Rajmohan's* Wife-এর কথা। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাস দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন শুরু করেছিলেন। এবং হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না এ-কথা উল্লেখ করা যে, বঙ্কিমের সে-উপন্যাসের ভাষা মোটেও অপ্রচলিত শব্দভারে জর্জরিত নয়, যেমনটি তাঁর বাংলা উপন্যাসগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তবে ভূমিকাতে তরু দত্ত (১৮৫৬-৭৭) এবং স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) নামোল্লেখ পাওয়াও প্রীতিকর লাগে। মাইকেল, বঙ্কিম, তরু দত্ত বা বিবেকানন্দ আলাদা ভুক্তি হিসেবে গ্রন্থে স্থান পাননি। যদিও সাহিত্যিক-রাজনীতিক হুমায়ুন কবিরের নাম (১৯০৬-৬৯) ভূমিকাতে অনুল্লেখ থাকা খানিকটা পীড়ার জন্ম দেয় বইকি। নামের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই ইংরেজি প্রবন্ধগ্রন্থটির লেখকের একমাত্র উপন্যাসের নাম *নদী ও নারী* (১৯৫২)। মজার বিষয় হলো, বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত বাংলা এ-উপন্যাসটি লেখক প্রকৃতপক্ষে প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন *Men and Rivers* শিরোনামে, ১৯৪৫ সালে। সাত বছর পর গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত হয। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, হুমায়ুন কবিরের অনেক গ্রন্থই প্রথমে ইংরেজি ভাষায় বাজারে এসেছিল।

ইংরেজি ভাষার আরো একজন বাঙালি-লেখকের নাম শুধু ভূমিকাতে নয়, হয়তো আলাদাভুক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্তি পেতে পারত। পরিচিতির খানিকটা ঘাটতি থাকায় বাংলাভাষী বা বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া দায়। তবে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত *Larousse Dictionary of Writers* (১৯৯৪)-এ তিনি ভুক্তি পেয়েছেন। দিল্লির সাহিত্য আকাদেমী থেকে প্রকাশিত *Who's who of Indian writers* (১৯৮৩) গ্রন্থেও তাঁর প্রকাশনা-তালিকা আছে। কম পরিচিত এ-ঔপন্যাসিকের নাম ভবানী ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৮৯)। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *So many hungers* (১৯৪৮), *Music for mohini* (১৯৫২), *He who rides a tiger* (১৯৫৪), *A goddess named gold* (১৯৬০), *Shadow from Ladakh* (১৯৬৬) প্রভৃতি। তাঁর *So many hungers*-ই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে *কত ক্ষধা* শিরোনামে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতীয় যেসকল লেখন বিস্তৃত পরিসরে বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর সেসব লেখকের অন্যতম হলেন মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সে-তালিকার পরবর্তীকালের লেখকরা হলেন নীরোদ সি চৌধুরী, মূলক রাজ আনন্দ, রাজা রাও, আর কে রায়ায়ণ, জি ভি দেশানি, খুশবন্ত সিং, কমলা মারকাণ্ডায়া। ক্রমে ক্রমে সে-তালিকা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে নিজিম এজেকিয়েল, নয়নতারা শাহগাল, জয়ন্ত মহাপাত্র, কমলা দাশ, অনিতা দেশাই, বেদ মেহেডা, ডোম মোরেস, ভারতী মুখার্জী, সালমান রুশদী, শশী ডেসপাণ্ডে, বিক্রম শেঠ, অমিতাভ ঘোষ, অরুন্ধতী রায়, ঝুম্পা লাহিড়ী, উপমন্যু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিমান লেখক-নামে।

পাকিস্তানী ইংরেজিভাষী লেখকদের মধ্যে তৌফিক রাফাত, জুলফিকার ঘোষ, বাপসি সিদ্ধা অন্যতম। আর শ্রীলঙ্কার লেখকদের মধ্যে গুরুদেবতুল্য হলেন আনন্দ কুমারাস্বামী (১৮৭৭-১৯৪৭)। এছাড়াও তাঁদের তালিকাতে আছেন আমবালাভানের সিবানন্দন, মাইকেল ওনবাতজে, রমেশ গুনেসেকেরা, শ্যাম সেলভাদুরাই প্রমুখ।

South Asian Writers in English-এর সূচিপত্রে রয়েছে বাঙালি আর ইউরোপীয় উভয় কায়দার মিশ্রণ। লেখকদের নাম দিয়েই তা সূচি নির্মিত এবং সে-সূচিতে লেখকের পূর্ণ নাম সাধারণভাবে বাঙালি কায়দায় লেখা। যেমন: মীনা আলেক্সান্ডার বা অমিত চৌধুরী বা গিরিশ কারনাড বা এ কে রামানুজন। যদিও

Bangladeshinovels.com

পারিবারিক নামের বর্ণক্রম অনুযায়ী সেগুলোকে সাজানো হয়েছে। লেখকক্রম বিবেচনায় লেখকের যুগক্রমকে প্রধান্য দেওয়া হয়নি। আর তাই আগা শহীদ আলীর আগেই মীনা আলেক্সান্ডারের নাম পরিবেশিত হয়েছে। এভাবে নাম-তালিকাটি সজ্জিত হওয়ায় দ্রুত কোনো নাম খুঁজতে একটু অসুবিধা লেগেছে বইকি!

গ্রন্থের আটচল্লিশটি ভুক্তির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার সুবিধার্থে যদি একটি ভুক্তিকে ব্যবচ্ছেদ করা যায়, তাহলে সেটি হবে বিশেষ অনুসন্ধানী। আর সে-ভুক্তিটি যদি বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে করা যায় তাহলে তা যে-কোনো বাংলাভাষী পাঠকের জন্যেও হবে বেশি আগ্রহের। গ্রন্থের শেষতম ভুক্তিটি তাঁকে নিয়ে। না 'Tagore'-এর 'T' হলো এ-সূচিপত্রের সর্বশেষ বর্ণ। এ-ভুক্তির লেখক স্বয়ং ফকরুল আলম।

শুরুতে রবীন্দ্রনাথ রচিত বা অনূদিত সকল ইংরেজি প্রবন্ধের তালিকা প্রকাশকাল এবং প্রকাশক তথ্যসহ সংকলিত। দীর্ঘ এ-তালিকাটি যে-কোনো বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে বিস্ময়ের; যদি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার বিপুল সম্ভার দেখলেই যে-কোনো বাংলা সাহিত্যসেবীর জন্যে নতুন এক দিগন্তের উন্মোচন হয় বলে বর্তমান আলোচক মনে করেন। লেখক ফকরুল আলম নিজেও তেমন একটি ইঙ্গিত দিয়েই রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক তাঁর কথা শুরু করেছেন: Rabindranath Tagore did not write primarily in English but in Bengali; nevertheless his English writings are voluminous. They consist mostly of the many speeches and lectures that he delivered in English and of his translations of his own poems and plays... .' কিন্তু দক্ষিণ-এশীয় ইংরেজি ভাষার সাহিত্যে তাঁর যে দার্ঢ্য পদচারণা, তার সঙ্গে তো জড়িয়ে আছে ১১৯১৩ সালে তাঁর নোবেল সাহিত্য বিজয়, যার পেছনের কারণটি হলো ইংরেজি ভাষায় *গীতাঞ্জলির* প্রকাশ।

লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ভূমিকা অনুচ্ছেদে পরিচয় করিয়েই ফকরুল আলম গেছেন তাঁর জন্ম ও পারিবারিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। বিস্মৃতভাবে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল – তাঁর সাহিত্যসাধনার ক্রমবিবর্তন; সমাজ এবং জ্ঞান প্রসারণকল্পে এই মনীষীর কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। সুলিখিত ইংরেজিতে তথ্যবহুল কিন্তু তথ্যভারাক্রান্ত না-করে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বারো ম্যাগাজিন সাইজের পৃষ্ঠার এ-প্রবন্ধটি। মোট নয়টি ছবি সংযোজিত হয়েছে এতে। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতিকৃতি; ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলিনার থমাস কুপার লাইব্রেরি থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ *গীতাঞ্জলী*র ইংরেজি সংস্করণের প্রচ্ছদপৃষ্ঠা; একই লাইব্রেরি থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতার অনুবাদগ্রন্থ *The Crescent Moon*-এর যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সংস্করণের প্রচ্ছদপৃষ্ঠা; ওই লাইব্রেরি থেকেই সংগৃহীত *Fruit Gathering*-এর কভারপৃষ্ঠা এবং ভেতরের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি; ১৯২৫ সালে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ; বিংশ শতাব্দীর বিশেষ দশকে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ; ত্রিশের দশকে শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত শিল্প-ইতিহাসবিদ আনন্দ কুমারাস্বামীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ; ১৯৩৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত *The Collected Poem and Plays of Rabindranath Tagore*। চিত্রগুলোর এতো খুঁটিনাটি বলার কারণ এই যে, গ্রন্থের আটচল্লিশজন আলোচিত লেখকের জীবন ও গ্রন্থের চিত্র দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে প্রবন্ধগুলো। আরো উল্লেখ্য, সেসব ছবির অনেকগুলোই যথেষ্ট দুর্লভ এবং বিশেষ শিক্ষণীয় যে, লেখক ফকরুল আলম যেখানে যতখানি সম্ভব স্বীকৃতি উল্লেখ করেছেন। পাইরেসির মহাসংকটে বাংলাদেশের প্রকাশনা-শিল্প যখন ক্রমাগতই উচ্চমার্গের গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশক-লেখক-বিক্রেতাকে নিরুৎসাহিত করে চলেছে, তেমনই একটি সময়ে ফকরুল আলমের এই ঋণ স্বীকারের অকপটতা আমাদের জন্যে একটি মহান আলোকবর্তিকা। স্বীকারে দৈন্য নেই, স্বীকারে ঔদার্যই প্রকাশ পায় – লেখক ফকরুল আলম উন্নত শিরে সে-কথা বলে গেছেন প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সারা গ্রন্থজুড়েই।

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষার লেখক কিনা বা দক্ষিণ-এশীয় ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যে তাঁর অবদান কতটুকু এতদবিষয়ে প্রচারিত বিভিন্ন বিতর্ক এবং সেসবের সুরাহাও রয়েছে ফকরুল আলমের আলোচনায়। প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি রীতিমতো উদ্দীপক বহুবিধ কারণেই আর তাই সে-অনুচ্ছেদটি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি লিখেছে:

The current generation of South Asian writers in English appears largely unwilling to acknowledge Rabindranath Tagore as a forerunner. But the poet Nissim Ezekiel thought that he was too important a figure to be passed over, saying in a 1980 lecture that `any educated Indian today and for a long time to come who has not had the profoundest possible experience of Tagore has missed a crucial element in the shaping of modern Indian culture.' And in his introduction to selections from Tagore's writings in *The Picador Book of Modern I*

উপসংহারের এ-ভাবনা দক্ষিণ-এশীয় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় এক অভিনব আলোকসঞ্চারী। প্রবন্ধের শেষে রয়েছে bibliographies, biographies, references, এবং Papers-এর সমৃদ্ধ তালিকা, যাঁরা বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তাঁদের অনেকের জন্যেই এ-তালিকাটি হয়ে উঠতে পারে সুলুকসন্ধানী। প্রতিটি ভুক্তির রচনার স্টাইলে এই সাযুজ্য বর্তমান। শুরুতে আলোচিতব্য লেখকের গ্রন্থতালিকা; সর্বশেষ সহায়ক সূত্রতালিকা।

বয়ঃক্রমের হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পর এ-গ্রন্থে যাঁর অবদান তিনি গান্ধী। গান্ধীর আট বছর পর আনন্দ কুমারাস্বামীর জন্ম। যেহেতু গান্ধী, নেহরু বা পরবর্তী সময়ের নীরোদ সি চৌধুরী আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যপাঠকদের কাছে কমবেশি পরিচিত, তাই সামান্য আলোকপাত করতে চাই শ্রীলঙ্কার আনন্দ কুমারাস্বামীকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো কুমারাস্বামীরও ইংরেজি গ্রন্থতালিকাটি রীতিমতো দীর্ঘ। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও ইংরেজি রচনার অধিকাংশই গদ্য। তবে বিষয়ের ভিন্নতা লক্ষণীয়। *Medieval Sinhalese Art, Essays in National Idealism, The Indian Craftsman, Myths and Legends: Hindus and Buddhists, Indian Drawings, The Dance of Shiva: Fourteen Indian Essays, Why Exhibit Works of Art? ,Am I My brother's keeper?, Time and Eternity, The Origin of Buddha Image, Sources of Wisdom* প্রভৃতি শিরোনামে স্পষ্ট হয় এ-লেখক প্রধানত শিল্পকেন্দ্রিক এবং শিল্পের সকল শাখার ইতিহাস ও মূল্যায়নে রয়েছে তাঁর প্রজ্ঞাবান উপস্থিতি। আমরা যাঁরা সাহিত্যের কবিতা-গল্প-উপন্যাস নিয়েই আবর্তিত, তাঁদের কাছে কুমারাস্বামী কম পরিচিত হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ইংরেজি ভাষার রচনা-বিশ্বে তিনি এক অবিস্মরণীয় নাম।

সামগ্রিক তালিকাদৃষ্টে স্পষ্ট হয়, ভারতীয় লেখকদের পরই মান ও পরিমাণ উভয় বিবেচনাতেই দ্বিতীয় স্থানে শ্রীলঙ্কার উপস্থিতি। হয়তো পাকিস্তান আর বাংলাদেশ যৌথভাবে তৃতীয়ভাবে। পাকিস্তানের তৌফিক রাফাত (১৯২৭-১৯৯৮) ইংরেজি ভাষায় শক্তিশালী দক্ষিণ-এশীয় লেখক। দু-দশক পরে বাংলাদেশের কায়সার হক (১৯৫০-) আগেভাগেই পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার ইংরেজি কথাসাহিত্যে। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আদিব খানও ইতোমধ্যে ছিনিয়ে নিয়েছেন পুরস্কার, তাঁর *Seasonal adjustments*-এর জন্যে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দক্ষিণ এশিয়াকে যেভাবে বুঝে থাকি সাহিত্যিক কোণটি একইরকম নয়, তা এ-গ্রন্থ থেকে নিলে স্পষ্ট হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপের রচিত ইংরেজি সাহিত্যের জগৎগুলো। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আমরা যারা ছিলাম সে-সকল অঞ্চলই সাহিত্যক্ষেত্রে দক্ষিণ-এশীয়। আর তাই বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা বাদে অন্তত পক্ষে প্রতিবেশী নেপাল এবং ভুটান থাকলেও বেশি ভালো লাগতো। যাঁরা নেপালে রচিত ইংরেজি সাহিত্যের খোঁজখবর জানেন তাঁদের কাছে এ-তথ্য অজানা নয় যে, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে নেপালি সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হয়ে আসছে এবং সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস-গল্পও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকার বই-বাজারে ভুটানের একজন লেখিকার ইংরেজি উপন্যাসের উপস্থিতি দৃষ্টি কেড়েছে

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

অনেকেরই। আর তাই সাহিত্য-পরিপ্রেক্ষিতে নেপাল-ভুটান অন্তর্ভূক্ত না-করার বিষয়-ভূমিকাতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হলেও ব্যাপারটি সহজবোধ হতো অনেকের কাছেই।

দীর্ঘ সময় আর পরিশ্রমের ফসল এ-মহাগ্রন্থ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশি-বিদেশি একগুচ্ছ অধ্যাপক-পণ্ডিতলোকের নাম। তাঁদের অনেকেই মাতৃভাষায় লেখালেখি করে থাকলেও ইংরেজি ভাষাতেও অর্জন করেছেন ঈর্ষণীয় বুৎপত্তি। সেসব লেখকের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফসলই *Dictionary of Literary Biography: South Asian Writers in English.* ভুক্তি লেখকদের ক্রমসূচিটিও অনুসরণ করেছে পারিবারিক বা শেষ নামের প্রথম বর্ণকে। ধন্যবাদার্হ সেসব লেখক হলেন সতীশ সি আইকান্ট, নিলুফার ই ভারুচা, রাধা চক্রবর্তী, র‍্যালফ জে ক্রেন, ফ্রাঙ্ক ডে, ক্রিসটেল আর ডেবাদশন, অ্যান্থনি আর গুণেরত্নে, ফেলিসিটি হ্যান্ড, ফরহাদ বি ইদ্রিস, চেলভা কানাগানাকাম, রেজাউল করিম, সোমদত্ত মণ্ডল, শ্যামলা এ নারায়ণ, লরেন্স নিধাম, মালা পানডুরাং, প্রেমিলা পল, মুরারী প্রসাদ, তারিক রহমান, শ্রীধর রাজেশ্বরণ, রুভানী রণসিংহ, ই নাগেশ্বরা রাও, মঞ্জু সামপাত, কৃষ্ণ সেন, আশীষ সেনগুপ্ত, সুখবীর সিং এবং কামাল ডি ভারমা। পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় বাংলাদেশের যেসব লেখক অবদান রেখেছেন তাঁদের নাম এখানে আর উল্লেখ করছি না।

SouthAsian Writers in English প্রকৃতপ্রস্তাবেই একটি মূল্যবান গ্রন্থ। সামগ্রিক সৌকর্য বিবেচনাতেও এটিকে উচ্চমূল্য দেওয়া চলে সহজেই। আর এ-গ্রন্থটির মূল রচনাকার এবং সম্পাদক আমাদের দেশেরই একজন অধ্যাপক হওয়াতে এটি বাংলাদেশের যে-কোনো নাগরিকের কাছে অধিক মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। অর্থমূল্যের বিচারে উচ্চস্থানীয় এ-গ্রন্থটি বাজারে সহজলভ্য নয়। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় পর্যায়ের লাইব্রেরিগুলো গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দেশের পাঠকের কাছে সেটি পরিচিতি করানোর ব্যবস্থা করলে তা হবে অনেক হতাশার মাঝে প্রশংসাসূচক একটি পদক্ষেপ।

Bangladeshinovels.com